



প্রিন্সিপাল আবুল

কাসেমের সংবধনা

(স্টাফ রিপোর্টার)

ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি এ কে এম নূরুল ইসলাম ভাষা আন্দোলনের সঠিক ইতিহাস রচনার আহ্বান জাি য়ছেন।

তিনি শকরার ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ মিলনায়তনে প্রিন্সিপাল আবুল কাসেমের সম্মানে জাতীয় সংবধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন।

ভাষা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম জাতীয় সংবধনা কমিটি এই সংবধনার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ ভাস্কর রায় চৌধুরী।

ভাষা আন্দোলনে প্রিন্সিপাল আবুল কাসেমের গৌরবোজ্জ্বল অবদানের কথা উল্লেখ এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তৃত্ত করেন অধ্যক্ষ দেওয়ান মহাম্মদ আজরফ, ডঃ নূরুল হক ভূইয়া প্রমুখ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও সংবধনা কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক শামসুল হক অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন। সভাপতিত্ব করেন বর্ষিয়ান সাহিত্যিক সও-গন্ধ সম্পাদক মোহাম্মদ নাসির-

অনুষ্ঠানে প্রিন্সিপাল আবুল কাসেমকে বিপুলভাবে মালা-ভূষিত করা হয়। তাঁকে একটি স্বর্ণপদক এবং মনপত্র প্রদান করা হয়।

ভাইস প্রেসিডেন্ট তাঁর ভাষণে প্রিন্সিপাল আবুল কাসেমকে ভাষা আন্দোলনের স্থপতি বলে বর্ণনা করেন

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ ভাস্কর রায় চৌধুরী প্রিন্সিপাল আবুল কাসেমের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, পৃথিবীর একমাত্র দেশ বাংলা-দেশের জনগণ তাঁদের মাতৃভাষা রক্ষা করার সংগ্রামকে সফল জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছেন।

সংবধনার জবাবে প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম বলেন, ভাষা আন্দোলন এখনো সফল হয়নি। ভাষা সংস্কার আন্দোলন এবং অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে স্বকীয়অবোধ ও স্বাধীনতার চেতনাবোধ অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত ভাষা আন্দোলন সফল হতে পারবে না।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ৩টি ভাষা সংস্কার সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞ কমিটির বাংলা বর্ণ-বাহুল্য, বানান ও ব্যাকরণ সংস্কারের সুপারিশমালা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে কার্যকরী করার পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানান।

সভায় গৃহীত বিভিন্ন প্রস্তাবে বাংলা কলেজকে বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা প্রিন্সিপাল আবুল কাসেমকে জাতীয় অধ্যাপক ঘোষণা করার দাবী জানানো

তারিখ 25 FEB 1983
পৃষ্ঠা ৪ ৬
কলাক

14

৪